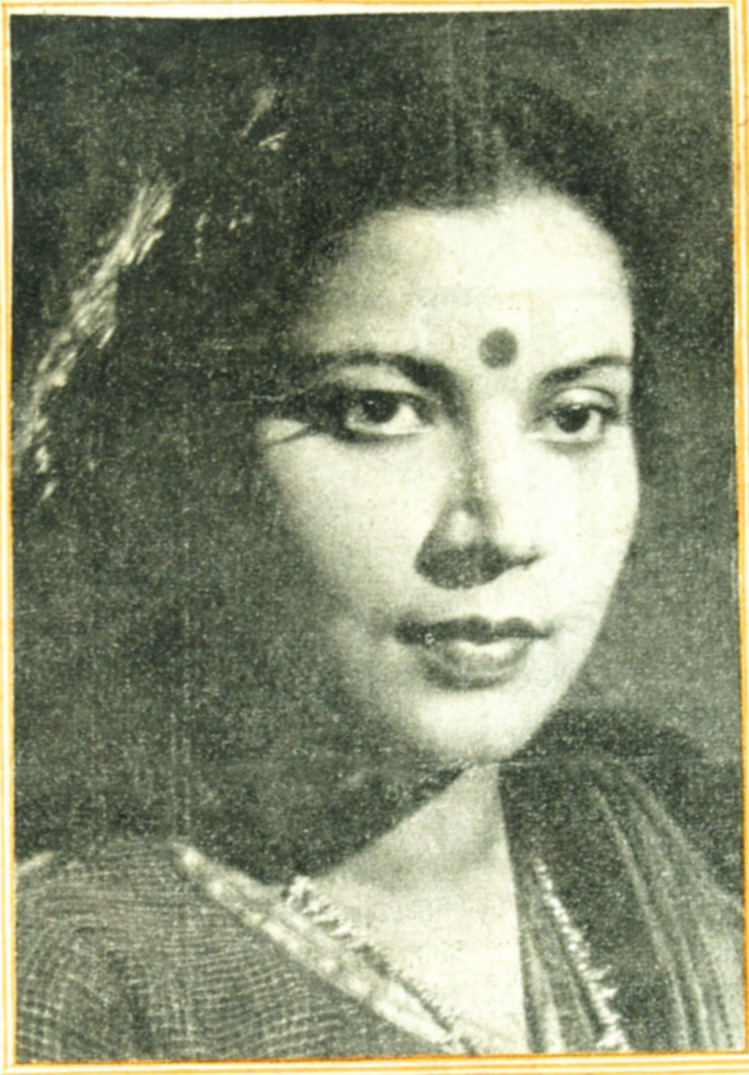

শরৎচন্দ্রের

বামুনের মেয়ে

কানন দেবী প্রযোজিত

শ্রীমতী পিকচার্সের ছবি

প্রাইমা ফিল্মস রিলিজ

কানন দেবী প্রযোজিত

শ্রীমতী পিকচার্সের ছবি

শরৎচন্দ্রের

বামুনের মেয়ে

গীত :
সাধক কবি চণ্ডীদাস
'রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা'
(সুর : কৃষ্ণ চন্দ্র দে)
কারুশিল্পী : কার্ত্তিক বসু
যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
রসায়নাগারিক : আর বি মেহেতা
(বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ)
স্থির-চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস
সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনায় : হীরেন নাগ : অরুণ দে
চিত্রশিল্পে : এ ইস্‌লাম
নির্ম্মল মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রে : রমাপদ পুরকায়স্থ
কুমার সরকার
শিল্প নির্দ্দেশনায় : অবিনাশ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনায় : অনীত মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : মণিময় দাশগুপ্ত
আশুতোষ গুহ
রূপসজ্জায় : অভয়পদ দে, রামচন্দ্র
আলোকসম্পাতে : সমীর ভট্টাচার্য্য
কানাই দে

পরিচালনা : সব্যসাচী
সুর : কালীপদ সেন
চিত্রনাট্য রচনা : প্রণব রায়

চিত্রশিল্পী : বিশু চক্রবর্ত্তী
বিমল মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : সন্তোষ বন্দোঃ

শিল্প নির্দ্দেশক : বীরেন নাগ
সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোঃ
আলোকচিত্র পরিচালনা :
অজয় কর

PRIMA FILMS (1938) LTD.
প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড

কাহিনী

প্রায় অপরাহ্ণ বেলায় পাড়া বেড়িয়ে রাসমণি বাড়ী ফিরছিলেন। তাঁর দশ-বারো বছরের নাত্‌নীটি আগে আগে চলছিল। মেয়েটি ঘুমন্ত এক ছাগ-শিশুর গলায় বাঁধা দড়ি ডিঙুতেই রাসমণি চেঁচিয়ে উঠলেন। বামুনের ঘরের ন'দশ বছরের বুড়ো ধাড়ি মেয়ের জানা উচিত ছাগল দড়ি ডিঙোতে মাড়াতে নেই। তার ওপর শনি মঙ্গলবারে ডিঙ্গোলে প্রভূত অকল্যাণ হয়।

রাসমণি সহজে ছাড়বার পাত্রী ন'ন। তাঁর চীৎকারে ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে একটি বারো তেরো বছরের দুলে মেয়ে ছাগশিশুটি সরাবার জন্যে এসেছিল, তিনি তার কাছেই সব জানতে পারলেন। বামুনপাড়ায় দুলেদের বসতিতে তিনি জ্বলে উঠলেন। ডাক-সাইটে কুলীন রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাইয়ের কিনা এই কাজ। ঘর-জামাই ঘর জামাইয়ের মত থাক্, তা' না শ্বশুরের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওড়া এনে বসাতে হবে।

দুলে মেয়েটির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অভিযোগ আরও গুরুতর রূপে প্রকাশ করতে লাগলেন, কারণ ছোট-লোকের মেয়েটা নাকি ছাগল সরাবার সময়ে তাঁর নাতনীর গায়ে আঁচল ঠেকিয়ে দিয়েছে। অভিযোগটি তাঁর যত বেশী কল্পিত তিনি তার চেয়েও বেশী চীৎকার সুরু করে দিলেন। তাঁর চীৎকারে রামতনু বাঁড়ুয্যের খিড়কির দুয়ার খুলে একটি উনিশ কুড়ি বছরের

ভূমিকায়

অনুভা গুপ্তা, প্রভা দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, মায়া বসু, আশা, উষা, কমলা অধিকারী

পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী লাহিড়ী, সুনীল দাসগুপ্ত, কাণু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ফণি বিদ্যাবিনোদ, বাণী বাবু, প্রীতি মজুমদার, প্রণব রায়, বিনয় মুখোপাধ্যায় ধর, বাদল চট্টোপাধ্যায়, কিশোরী পাইন, মণি শ্রীমানী, শচীন মুখোপাধ্যায় নগেন পাঠক ও আরও অনেকে

সুশ্রী মেয়ে এসে দাঁড়াল। স্বর্গীয় রামতনু বাঁড়ুয্যের ঘরজামাই প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে সন্ধ্যা।

ভদ্দরলোকের ভিটে বাড়ীতে ছোট জাতকে আশ্রয় দেওয়ায় রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে সন্ধ্যার সামনেই তার পিতার সম্বন্ধে নানা অপমানকর মন্তব্য করে বসলেন।

পিতার সম্বন্ধে কটুক্তি করায় সন্ধ্যা কঠিন জবাব দিল, তিনি ভাল বুঝেছেন নিজের যায়গায় আশ্রয় দিয়েছেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

রাসমণি বলে উঠলেন, গায়ের জ্বালা কেন দেখবি? যাবো চাটুয্যেদাদার কাছে গিয়ে বল্‌বো?

তা বেশ ত, বলগে না। বাবা ত তাঁর যায়গায় ভুলে বসাননি যে, তিনি বড় লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন।

চাটুয্যে অর্থাৎ গোলক চাটুয্যে শুধু এই গ্রামের কেন পাশাপাশি দশটা গ্রামের মাথা—সমাজ-শিরোমনি, অর্থবান ব্যক্তি। তাঁর কীর্ত্তি কলাপ ও স্বভাব চরিত্র এই কাহিনীতেই পরে প্রকাশ পাবে।

হাঙ্গামা শুনে সন্ধ্যার মা জগদ্ধাত্রী এসে উপস্থিত হ'লেন। রাসমণি অগ্নিকাণ্ডের মত জ্বলে ওঠে তাঁর কাছে সন্ধ্যার তেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন।

কথায় কথায় রাসমণি জানালেন, অনূঢ়া সন্ধ্যার সঙ্গে অমর্ত্ত চক্কোত্তির বিলেত ফেরৎ ম্লেচ্ছ অরুণের মেলামেশায় গাঁয়ের লোকেদের আপত্তির কথা আরও জানালেন জয়রাম মুখুয্যের দৌত্তুরের সঙ্গে বয়সের অজুহাতে সন্ধ্যার বিয়েটা ভেঙে দেওয়া খুবই অনুচিত হয়েছে। কুলীনের ছেলের আবার বয়স!

সন্ধ্যার পিতা প্রিয় মুখুয্যে ছিলেন, আত্মভোলা সদাশিব লোক। সংসারের সর্ব্বপ্রকার আঘাত উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস ও পরিহাস তাঁর গায়ে লাগত না। নিজের সম্বন্ধেও নজর রাখবার তাঁর এতটুকু অবসর ছিল না। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারির নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সেই নিয়েই তিনি সদা ব্যস্ত। নক্স পালসিটিলা আরণিকা প্রভৃতি রেমিডি সিলেক্ট করার ব্যাপারে তাঁর অসীম উৎসাহ। সকাল-বেলা

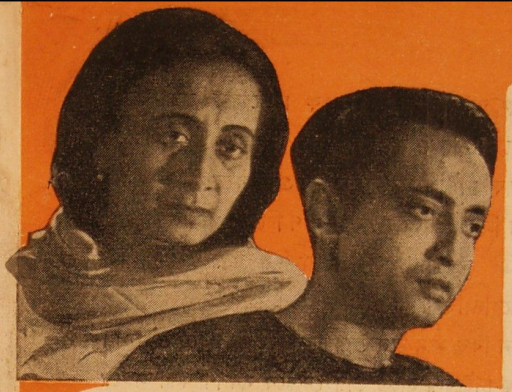

থেকে হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের ছোট বাক্স এবং বগলে কয়েকখানি বই চেপে গাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়ীতে রুগী খুঁজে বেড়াতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি যেন রোগের সন্ধান পেতেন। এহেন আত্মভোলা মানুষটির জন্যে আর কারও কোন দরদ থাকুক বা না থাকুক, সন্ধ্যা তার পিতাটিকে সংসারের সর্ব্বপ্রকার আঘাত, উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস, পরিহাস থেকে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করত।

যে গোলক চাটুয্যের নামে, বাঘে গরুতে একত্রে একঘাটে জলপান করে বলে শোনা যায় সেই হিন্দুকুল-চূড়ামনি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটির প্রতিদিন পূজা আহ্নিকের ঘটার কোন অভাব ছিল না। মুখে সব সময়েই নারায়ণ। মধুসূদন! তুমিই ভরসা প্রভৃতি ভগবৎ-নিষ্ঠার বুলি লেগেই আছে। অথচ গোপনে গোপনে তিনি বিদেশে ছাগল-ভেঁড়া ও গরু চালানীর ব্যবসা করতেন।

তাঁর অন্তঃপুর ইদানীং গৃহিনীশূন্য হয়েছিল। মেয়েরা বড় হয়েছে, স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করছে, সংসারে তাঁর একটি ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিলনা। গৃহিনীর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বিধবা বোন জ্ঞানদা দিদির অসুখে সেবা করতে এসেছিল, সে এখনও ফিরে যেতে পারেনি। গৃহিনী-শোককাতর ধর্ম্মনিষ্ঠ চাটুয্যে মশাই তার ধর্ম্মনাশ করে তার শ্বশুর বাড়ী ফিরে যাওয়ার মুখ রাখলেন না। এর পরেও তাঁর মনতুষ্টি হল না। তিনি তাঁর কৌলীণ্যের মর্য্যদা ও অর্থপ্রাচুর্য্যের দাপটে সন্ধ্যাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে শূন্য ঘর পূর্ণ করতে সুকৌশলে অগ্রসর হ'লেন। রাসমণি তাঁর দৌত্য কার্য্য করতে লাগল।

যারা বিষয়ী ও বয়স্থ লোক তাদের পক্ষে গোলক চাটুয্যেকে ভয় করাই স্বাভাবিক, কিন্তু যারা বয়সে নবীন, সংসার ও সমাজের শাসন ও অনুশাসন সম্পর্কে যারা সচেতন নয়, তারা গোলক চাটুয্যের দাপট বিশেষ গ্রাহ্য করে না। যেমন সমাজ শিরোমণি চাটুয্যে মশাইয়ের নিষেধ গ্রাহ্য না করে অরুণ বিলেত ঘুরে এসেছিল। সন্ধ্যাও তার ঠাকুর্দার বয়িসী এই ভণ্ড ব্রাহ্মণকুল চূড়ামণির তার প্রতি সরস মনোভাবের পরিবর্ত্তে তাঁকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করত। চাটুয্যে মশাই বাইরে থেকে সেগুলি হজম করে যেতেন কিন্তু মনে মনে তাঁর চক্রান্ত জটিল হয়ে উঠছিল। সন্ধ্যার জননী জগদ্ধাত্রীও গোলক চাটুয্যের হাতে তাঁর মেয়েকে সমর্পণ করা অন্তরে অন্তরে সমর্থন করতে পারেননি। তারই চাটুয্যে মশাইয়ের আক্রোশ এই পরিবারটির ওপর ক্রমশই ভিতরে ভিতরে গুরুতর রূপ ধারণ করছিল।

অরুণের সঙ্গে সন্ধ্যার মেলামেশা ছেলেবেলা থেকেই, আজ যৌবনের ফুটন্ত দিনে সেদিনের মেলামেশায় বসন্তের বাতাস এনেছিল মনে মনে মধুর আকাঙ্খার স্বপ্ন-রচনা। কিন্তু অরুণ বামুন হ'লেও সন্ধ্যার চেয়ে নীচু শ্রেণীর। সুতরাং কূল বিচারে তাদের বিবাহ সম্ভব নয়।

নানাজনের কথায় বিরক্ত হয়ে জগদ্ধাত্রীও একদিন নিজের বাড়ীতেই অরুণকে অপমান করে বসলেন, সেইদিন থেকে অরুণের এই বাড়ীতে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

গোলক চাটুয্যের দুষ্কীর্ত্তির ফলে জ্ঞানদার পুত্র সম্ভাবনা দেখা দিল। নিজের কলঙ্ক গোপন করবার জন্যে গোলক রাসমণির সাহায্যে জ্ঞানদাকে বিষ খাইয়ে গর্ভ নষ্ট করবার চেষ্টা করল। জ্ঞানদা কোনমতেই রাজী হল না। এরপর ডাক্তার হিসেবে গভীর রাত্রে প্রিয় মুখুয্যেকে ডেকে এনে তারই ওপর সমস্ত অপবাদ চাপাবার চেষ্টা হ'ল।

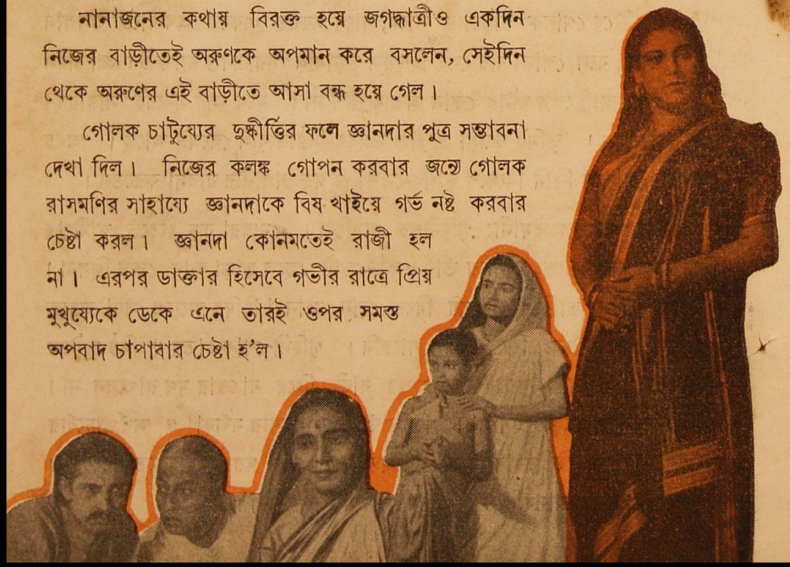

সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। এ বিবাহে ব্রাহ্মণত্বের কৌলিণ্য ও মর্য্যাদা বজায় থাকছে বটে কিন্তু পাত্রের বয়েস অনেক। বিবাহ উপলক্ষে সন্ধ্যার ঠাকুমা কালিতারা দেবী কাশী থেকে এসেছেন। বংশ-মর্য্যাদা, কূলের গর্ব্ব যে মানুষের মনের কত নিষ্ঠুর সঙ্কীর্ণতার পরিচয়, তিনি বোধ করি কোন সঙ্গোপন মর্ম্মবেদনার মধ্য দিয়ে জীবনে তা উপলব্ধি করেছেন। তবু এ বিবাহ বন্ধ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বহুদিন ধরে যে সত্য অন্তরের গভীরে লুকিয়ে রেখেছেন আজ এই মুহূর্ত্তে প্রকাশ করে গভীরতর অশান্তি ও বিপর্য্যয় ডেকে আনতে পারেন না। বিবাহের আসরে বর এসেছে। এমন সময়ে অকস্মাৎ অগ্নুৎপাতের মত, বজ্রাঘাতের মত বিবাহ সভায় প্রকাশ হয়ে পড়ল প্রিয় মুখুয্যের পিতা বামুন নয়, নাপিত। গোলক চাটুয্যের মনস্কামনা সিদ্ধি অর্থাৎ বিবাহ ভেঙে গেল। সন্ধ্যা বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসে অরুণের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। অরুণের হৃদয় যে কত উদার তার ত অজানা নেই—আজ তাকে এই লজ্জা আর অপমান থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র অরুণ। কিন্তু সন্ধ্যাকে গ্রহণ করতে আজ অরুণের মনেও দ্বিধা দেখা দিল। শরৎচন্দ্র যে ভাবে এই নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী শেষ করেছেন, রূপালী পর্দ্দায় তার ছায়া আপনাদের অশ্রুজলে হয়তো ঝাপসা হয়ে উঠবে।

কীর্ত্তনিয়ার গান

রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা
ওসে বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা ॥
আর বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যে মত যোগিনী পারা ॥
রাধার অন্তরের ব্যথা শুধু রাধাই জানে
আর জানেন যিনি অন্তর্য্যামী অবলা নারীর
বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটেনা, তাই রাই
কমলিনী চোখের জলে ভাসে আর মনে
মনে বলে—
আপন শির হাম নিজ হাতে কাটিনু
কাঁহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর শেখর
কোথা সখি করল পয়ান ॥
তপ বরত কত করি দিন যামিনী
যো কানুকো নাহি পায় ॥
সে হেন অমূল্যধন মধুপদে গড়ায়ল
কোপে হাম ঠেলিনু পায়
হায়,সখি! কি হবে উপায় ॥
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মনের দায় ॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া
কহে চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল ॥
মূল কাটি আগে জল দিয়া ॥

সন্ধ্যার গান

বধুর লাগিয়া সেঁজ বিছানু
গাঁথিনু ফুলের মালা
তাম্বুল সাজানু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা
সই পাছে যবে হবে সান
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাঁহেনা মিলিল কাণ
সই পাছে যবে হবে আণ
বড় সাধ মনে এরূপ যৌবনে
মিলিব মিলিব বধুর সনে
পথ পানে চাহি কতক রহিব
কত প্রবোধিক মনে

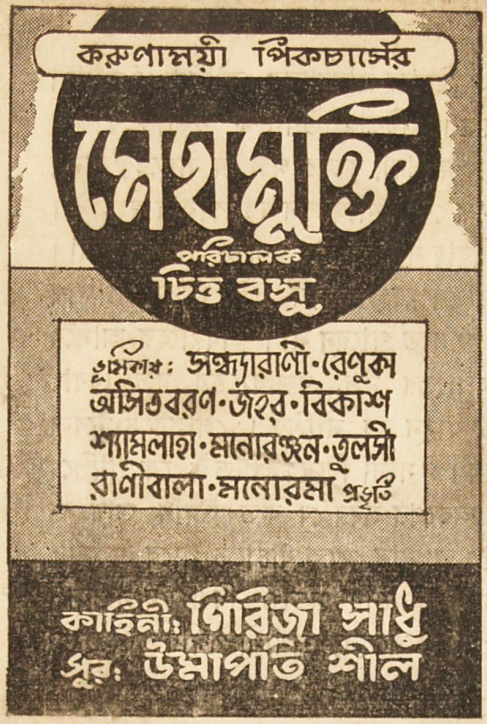

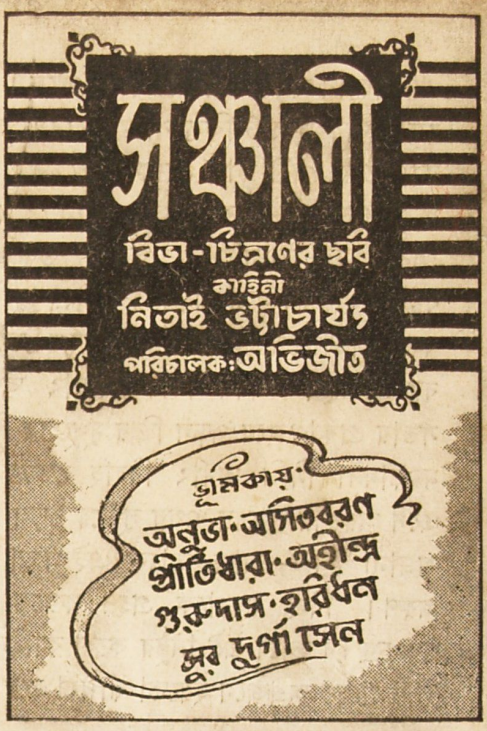

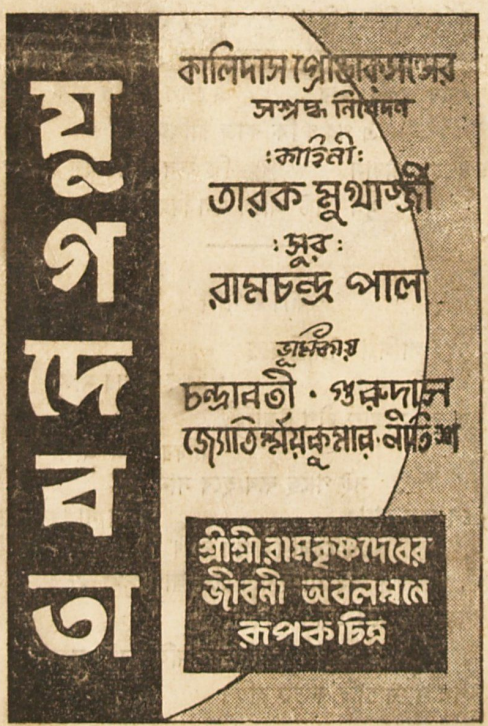

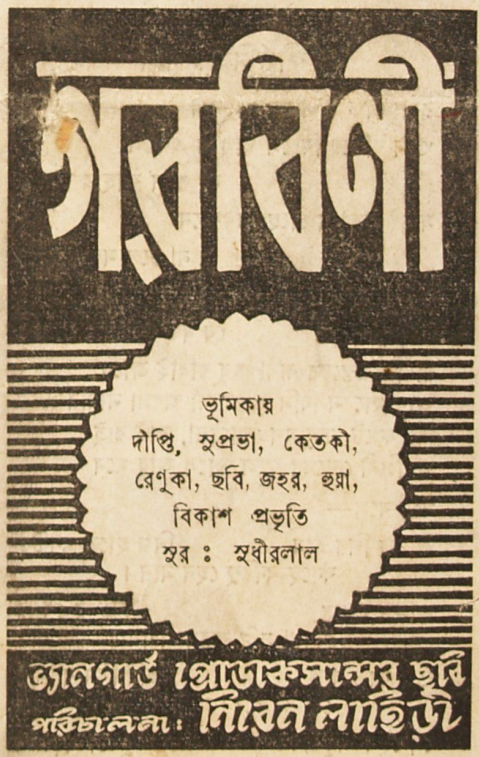

করুণাময়ী পিকচার্সের

মেঘমুক্তি

পরিচালক
চিত্ত বসু

ভূমিকায়: সন্ধ্যারাণী·রেণুকা
অসিতবরণ·জহর·বিকাশ
শ্যামলাহা·মনোরঞ্জন·তুলসী
রাণীবালা·মনোরমা প্রভৃতি

কাহিনী: গিরিজা সাধু
সুর: উমাপতি শীল

সঙ্খালী

বিভা-চিত্রণের ছবি
কাহিনী
নিতাই ভট্টাচার্য্য
পরিচালক: অভিজীত

ভূমিকায়·
অনুভা·অসিতবরণ
প্রীতিধারা·অহীন্দ্র
গুরুদাস·হরিধন
সুর দুর্গা সেন

যুগদেবতা

কালিদাস প্রোডাকসন্সের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

:কাহিনী:
তারক মুখার্জ্জী

:সুর:
রামচন্দ্র পাল

ভূমিকায়
চন্দ্রাবতী · গুরুদাস
জ্যোতির্ম্ময়কুমার·নীতিশ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
জীবনী অবলম্বনে
রূপকচিত্র

গরবিনী

ভূমিকায়
দীপ্তি, সুপ্রভা, কেতকী,
রেণুকা, ছবি, জহর, হুয়া,
বিকাশ প্রভৃতি
সুর : সুধীরলাল

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের ছবি
পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। [মূল্য ৵০ আনা